

ধৈৰ্য্যেৰ

পথ



ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন কৰা
মানসিক শান্তিৰ দিকে নিয়ে যায়।

ধৈৰ্যের পথ

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

ধৈর্যের পথ

প্রথম সংস্করণ। ১৫ জুন, ২০২৫।

কপিরাইট © ২০২৫ শায়খপড বই।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

[সুচিপত্র](#)

[স্বীকৃতি](#)

[কম্পাইলারের নোটস](#)

[ভূমিকা](#)

[ধৈর্যের পথ](#)

[ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক](#)

[অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া](#)

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড় পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড় বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপড়কে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে ধৈর্যের পথের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১৯০-২০০ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

“নিশ্চয়ই, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে অথবা পাশে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, [বলে], “হে আমাদের রব, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি; তুমি [এরকম কিছু]র উপরে পবিত্র; অতএব আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের রব, তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও, তুমি তাকে অপমানিত করেছ এবং জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব, আমরা একজন আহ্বানকারীকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, [বলছে], ‘তোমার রবের উপর ঈমান আন,’ এবং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব, অতএব আমাদের পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদের পাপসমূহ আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দাও। হে আমাদের রব, এবং তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি [তোমার] প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।” অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, “আমি তোমাদের মধ্যে কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, তোমরা একে অপরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে, যুদ্ধ করা হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, আর আল্লাহর কাছেই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।” পৃথিবীতে কাফেরদের

অবাধ বিচরণ দেখে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। [এটা তো] সামান্য ভোগ; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং নিকৃষ্টতম বিশ্রামস্থল। কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবাসস্থল হিসেবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম। আর নিশ্চয়ই, কিতাবধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ এবং তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করে না। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, স্থির থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো যে তুমি সফল হতে পারো।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

ধৈর্যের পথ

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৯০-২০০ , ২০০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

مَتَّعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

“নিশ্চয়ই, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে
বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

যারা দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর
সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলো
অনর্থক সৃষ্টি করোনি; তুমি [এরকম কিছু উপর] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে
আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তাকে তুমি
অপমানিত করেছ, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে
আহ্বান করতে শুনেছি, যিনি বলছেন, 'তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান
আন', আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাদের পাপ

ক্ষমা করো এবং আমাদের পাপসমূহ দূর করে দাও এবং আমাদেরকে
সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান করো।

হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের
অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।"

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে
কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা
নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের
ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে কষ্ট পেয়েছে, যুদ্ধ করেছে অথবা
নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে
এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ
থেকে প্রতিদান হিসেবে, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"

সারা দেশে কাফেরদের [নিরবচ্ছিন্ন] চলাচলে প্রতারণিত হবেন না।

[এটা] সামান্য ভোগ মাত্র; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং
কত নিকৃষ্ট সেই বিশ্রামস্থল।

কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত
যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে
আবাসস্থল হিসেবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা মুত্তাকীদের জন্য উত্তম।

আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর
প্রতি এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে
তার উপর বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতকে
সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের
পালনকর্তার কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয়
করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতে দুই ধরনের নিদর্শন স্থাপন করেছেন যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে, যেমন তাঁর একত্ববাদ এবং বিচার দিবস। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে এই নিদর্শনগুলি স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে। অন্যান্য নিদর্শনগুলি সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির উপর চিন্তা করে সে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০:

"নিশ্চয়ই, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে..."

যখন কেউ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯০:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন নিদর্শন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘন্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি

অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার মাধ্যমে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন..."

কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে একটি মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবন্ত অঙ্কুরিত হয়। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। রাত এবং দিনের পরিবর্তন মানুষকে জীবন এবং মৃত্যু চক্রের কথাও মনে করিয়ে দেয়। রাতে সবকিছু অন্ধকার এবং স্থির হয়ে যায় এবং তাই মৃত্যুর সূচক। দিনের শুরু হল যখন সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং পৃথিবী জীবন এবং কার্যকলাপে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তাই জীবনের সূচক। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম হলো মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর যদি কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার নিয়ত থাকে, তাহলে তিনি তার আত্মাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবারও জীবন দান করেন। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই এবং আরও অনেক উদাহরণের উপর চিন্তা করলে বিচারের দিনে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পায়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং তাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন প্রতিটি [ধরনের] জীবন্ত প্রাণীকে..."

বিবর্তন হলো এক ধরনের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছদের

জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং ৫০০টি ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তন প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [তাঁরা] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৪:

"আর আমরা আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁতভাবে সুষম ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯১:

"নিশ্চয়ই, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে..."

বোধগম্য ব্যক্তির হলে তারা যারা এই পৃথিবীতে তাদের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার এবং বোঝার চেষ্টা করেন। এই চিন্তাভাবনা অনিবার্যভাবে তাদের স্রষ্টা, মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিকে পরিচালিত করবে, কারণ তাদের সৃষ্টি কোনও এলোমেলো এবং অর্থহীন ঘটনা নয়। উপরন্তু, যারা সঠিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা সারা দিন ধরে তাকে ক্রমাগত স্মরণ করবে। তারা তাদের উদ্দেশ্যের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করবে, কারণ তারা কেবল তাঁকে খুশি করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান চায় না। তারা তাদের কথাবার্তায়, ভালো কথা বলে অথবা নীরব থেকে আল্লাহকে স্মরণ করে, যেমনটি ইসলামের শিক্ষায় নির্দেশিত হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা তাদের কর্মে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে, সে একটি

ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করে মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্বরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যত বেশি মানুষ আল্লাহকে স্বরণ করবে, তত বেশি তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করবে। যারা এই সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করবে তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। উপরন্তু, যখন কেউ এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যহীন, তা হল মানুষের কর্ম। সৎকর্মকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ পুরস্কার পায় না এবং মন্দকর্মকারী তাদের পূর্ণ শান্তি পায় না, এমনকি যদি তাদের সরকার দ্বারা শান্তি দেওয়া হয়। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে একক স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য বজায় রাখবেন, যা এই পৃথিবীর প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, মানুষের কর্মের প্রথমেই সমাপ্তি ঘটতে হবে। এটিই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং চিরতরে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৭১:

"... আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করো, [বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেনি; তুমি [এরকম কিছু উপরে] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে আগুনের শান্তি থেকে রক্ষা করো।"

কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করার এবং তাদের বা অন্যদের ইচ্ছা অনুসারে আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করার মনস্থির করেছে, তারা মহাবিশ্বের মধ্যে এমন লক্ষণগুলির প্রশংসা করবে না বা প্রভাবিত হবে না যা স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব এবং অনিবার্য বিচার দিবসকে নির্দেশ করে। অতএব, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে। অতএব তাদের মনোভাব তাদের এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে এবং পরিবর্তে তারা এই পৃথিবীতে একটি দুঃখজনক এবং হতাশাজনক জীবনযাপন করবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যদি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। অতএব, পরকালে তাদের শান্তি এই পৃথিবীর শান্তির চেয়ে অনেক খারাপ এবং আরও অপমানজনক হবে এবং কিছুই তাদের এ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯২:

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তাকে তুমি অপমানিত করেছ, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

অতএব, নিজেদের স্বার্থে, এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে যাতে তারা তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩:

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, [বলছে] 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন,' এবং আমরা ঈমান এনেছি..."

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, সে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মনের শান্তি অর্জন করবে এবং মহান আল্লাহ তাদের কৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩:

"...হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের পাপগুলো আমাদের থেকে দূর করে দিন..."

আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না। বরং তিনি আশা করেন যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে এবং যখনই তারা কোনও পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি আবার একই বা অনুরূপ পাপ করবেন না এবং আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেবেন। ১৯৩ নম্বর আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করবে সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করবে। যে ব্যক্তি একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করবে সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। এবং যে ব্যক্তি একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত হবে। সহিহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৩ নম্বর অধ্যায় আলে ইমরান, ১৯৩ নম্বর আয়াত:

"... এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান করুন।"

মহান আল্লাহ, এই বাধ্য মুসলিমদের পরকালেও তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন, ঠিক যেমন তিনি তাদের দুনিয়াতে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন, যার ফলে তাদেরকে পরকালে অপমান ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৪:

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে একজন বাধ্য মুসলিমের মতো বাঁচবে না। অতএব, সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মারা যাবে না এবং ফলস্বরূপ, তাকে বিচারের দিনে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি তার ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিরাট ঝুঁকিতে রয়েছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যাবে যে তাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এই পরিণতি এড়াতে হলে এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং তাদের জীবনের

সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ উভয় জগতেই কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

" অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন শ্রমিকের পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট হতে দেব না..."

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে নিশ্চিত করবে যে তারা পার্থিব সাফল্য পেলেও এই পৃথিবীতে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট করবে, কারণ তাদের আচরণ তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মনের শান্তি সমস্ত পার্থিব জিনিসকে মূল্য দেয়, যেমন খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং একটি ক্যারিয়ার। মনের শান্তি ছাড়া এই জিনিসগুলির কোনও প্রকৃত মূল্য নেই। এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের লক্ষ্য করে যারা পার্থিব জিনিসের অধিকারী কিন্তু মানসিক শান্তি পায় না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

যেহেতু ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণ সীমাবদ্ধ করা হয়নি, তাই এটি মুসলমানদের জন্য সংকর্ম না করার কোন অজুহাত রাখে না। উভয় জগতে

মানসিক শান্তি অর্জন করা একজন ব্যক্তি কত পার্থিব আশীর্বাদ পেয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করে তার সাথে সম্পর্কিত, তাকে অনেক আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল নাকি কয়েকটি।
অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

" অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন শ্রমিকের পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, তোমরা একে অপরের অংশ..."

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে সাফল্য, মানসিক শান্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব লিঙ্গ, জাতিগততা বা সামাজিক মর্যাদার মতো পার্থিব মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে না। ইসলাম মানুষের মর্যাদা বিচার করে একটি মাত্র মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে: তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য

অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

অতএব, এই পৃথিবীতে তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্ম যাতে নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

"...অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে, যুদ্ধ করা হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে দৃঢ় থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে, যদিও তা স্পষ্ট নয়। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভাল কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং কাজের ক্ষেত্রে

কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এছাড়াও, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কর্মের সাথে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা বোঝায়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদীসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য দৃঢ় ঈমান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল

করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

এছাড়াও, যার ঈমান যত শক্তিশালী, সে তার সমস্যার পেছনের হিকমতগুলো তত বেশি উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যার ঈমান দৃঢ়, সে বোঝে যে ধৈর্যের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হলে তার ছোট ছোট পাপ মুছে যায়। ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ধৈর্যের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে নিজের ছোট ছোট পাপ মুছে ফেলা অনেক ভালো। অধিকন্তু, দৃঢ় ঈমান একজন মুসলিমকে এও শিক্ষা দেয় যে, এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ হলো, তাদের অভিজ্ঞতার পেছনের সমস্ত হিকমত নবীদের (সা.) প্রদত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রকাশিত হবে না।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

“... অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে, যুদ্ধ করা হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।”

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে আল্লাহ, যিনি সত্যিকার অর্থে তাঁর উপর বিশ্বাসীদের এবং যারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর উপর বিশ্বাসের দাবি করে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই [অবস্থায়] রাখবেন না যেখানে তোমরা [বর্তমানে] আছো যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। বাস্তবে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এবং তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাই আসল পরীক্ষা, কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা প্রায়শই সহজ। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দেন যে, তিনি যে অবকাশ তাদেরকে দিচ্ছেন, তা দ্বারা তারা যেন বোকা না হয়, কারণ এটি কেবল সীমিত সময়ের জন্য। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৬:

"পৃথিবী জুড়ে কাফেরদের [নিরবচ্ছিন্ন] চলাচলে প্রতারণিত হবেন না।"

অতএব, সময় শেষ হওয়ার আগেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে তিনি যে অবকাশ দিয়েছেন তা কাজে লাগাতে হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ তাদের প্রদত্ত অবকাশ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের এই বিশ্বাসে প্রতারণিত করা উচিত নয় যে তাদের পছন্দের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না, কারণ এই জবাবদিহিতা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। বিলম্বিত শাস্তি মোটেও শাস্তি না দেওয়ার মতো নয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৭:

"[এটা] সামান্য ভোগ; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং সেই বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাকে এই বিশ্বাসে প্রতারণিত করা উচিত নয় যে তারা সাফল্য

এবং মানসিক শান্তি পাবে। তাদের অবাধ্যতা কেবল তাদের মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং এটি তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, তারা মানসিক শান্তি পাবে না এবং পরিবর্তে দুঃখ, ঝামেলা এবং অসুবিধায় ভরা জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তির। অধ্যায় 3 আলী ইমরান, আয়াত 197:

"[এটা] সামান্য ভোগ; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং সেই বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য

ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা দ্রাণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের দ্রাণ ঘোলা তেলের মতো জল দিয়ে দ্রাণ করা হবে, যা [তাদের] মুখ পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অতএব, এই পরিণতি এড়াতে হবে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৮:

" যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবাসস্থল হিসেবে..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো কার্যত তাঁর আনুগত্য করা এবং কাজেই বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করা। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করে এই পরিণতি এড়াতে হবে। এটিই ধার্মিকতা এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৮:

"... আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম।"

এরপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে এমন সৎকর্মশীলদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা ইসলাম গ্রহণের আগে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রেখেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"আর নিশ্চয়ই, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর উপর এবং তোমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস করে..."

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে, সকল আহলে কিতাব একইভাবে আচরণ করতেন না। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলতেন, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"আর নিশ্চয়ই, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে..."

মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ের একটি দিক হলো, নিজের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার পরিবর্তে, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করা। অহংকারী ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না কারণ তারা ধরে নেয় যে তাদের জীবন এবং তাদের প্রতিটি

অনুগ্রহ তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিমত্তার সরাসরি ফলাফল, যদিও মহান আল্লাহই তাদের প্রতিটি অনুগ্রহ দান করেছেন। সূরা আয-যুমার, আয়াত ৪৯:

"... অতঃপর যখন আমরা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ দান করি, তখন সে বলে, "এটা আমাকে কেবল [আমার] জ্ঞানের কারণেই দেওয়া হয়েছে।" বরং এটি একটি পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

অতএব, এই সত্যটি স্বীকার করা এবং গ্রহণ করা উচিত যে তাদের প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব, তাঁর আনুগত্য অনুসারে এগুলি ব্যবহার করাই ন্যায়সঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি দেওয়া হবে।

নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা থেকেও বিরত থাকবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"...কিতাবধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে, বিনয়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না..."

মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে কেউ যা কিছু লাভ করবে, তা সর্বদাই তার মনের শান্তি এবং সাফল্যের তুলনায় খুবই সামান্য হবে যদি সে আন্তরিকভাবে তাঁর

আনুগত্য করত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস অর্জন করবে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও, মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধিকন্তু, যখন কেউ মহান আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, তারা দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার জীবনযাপন করবে এবং পরকালে তাদের শাস্তি আরও ভয়াবহ হবে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"...কিতাবধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে, বিনয়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না..."

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেন যাতে এটি তাদের চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে যান যা তাদের চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক। তারা তাদের অনুসারীদের হারানোর ভয়ে এই আচরণ করে, যারা তাদের উপহার এবং অস্বাভাবিক সম্মান প্রদান করে। যে পণ্ডিত এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তাকে সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর দৃঢ় থাকবে, অন্যদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণকারী পশুর মতো আচরণ করার পরিবর্তে। ইসলাম এই কারণে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার তীব্র সমালোচনা করে এবং তাই মুসলমানদেরকে বোঝার সাথে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং আমল করার জন্য উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মেনে চলবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"... তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে..."

কেউ আনুগত্যের পথ বেছে নিয়ে থাকুক, যা মানসিক প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায়, অথবা তারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়ে থাকুক, যা উভয় জগতেই দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিণতি উভয় জগতেই ভোগ করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"... নিশ্চয়ই, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।"

সঠিক ও ভুল পথের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার পর, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে সঠিক পথে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্মই হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। ঠিক যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো..."

ধৈর্য হলো যখন কেউ তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলে এবং তাদের কঠিন পরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করে। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা। কেউ যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, তত বেশি তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ যা কিছু বেছে নেন তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে জ্ঞান যা তাদের কাছ থেকে লুকানো থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্প, যাকে তার ভাইয়েরা অল্প বয়সেই তার পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, অন্ধকার ও গভীর কূপে ফেলে দিয়েছিল, শিশু দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করেছিল। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল যা তাকে মিশরের জনগণকে এক বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। যদি তিনি তার মুখোমুখি হওয়া কষ্টগুলো সহ্য না করতেন, তাহলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, ঈমানের একটি অংশ। সুখের সময় মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর প্রশংসা করা সহজ, কিন্তু আসল পরীক্ষা তখনই হয় যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তবুও তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি তাদের কষ্টের তুলনা অন্যদের সাথে করতে পারে, যারা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং যারা আরও বেশি কষ্ট সহ্য করেছিল। এই তুলনা তাদের নিজেদের কষ্টকে ছোট করে দেখতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্যান্য মানুষদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়েও বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে এবং কীভাবে তার জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, তা অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু নিয়ে অভিযোগ করার ফলে কোনও কল্যাণ হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত প্রতিদান হারাবে যা সে পেতে পারে যদি সে অনিবার্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব[অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির সামনে ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে অগণিত পুরস্কার লাভ করা অথবা অধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তার প্রাপ্ত পুরস্কার হারাবার মধ্যে একটি পছন্দ করার সুযোগ রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে লাভবান হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অধ্যায় ৫৭ আল হাদিদ, আয়াত ২২-২৩:

" পৃথিবীতে অথবা তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না যা আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে - নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে তারা যা চায় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চান যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, তবে সেই জিনিসগুলি তার জন্য চাপের কারণ হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করেন যে এটি তার জন্য খারাপ, কেবল সেই জিনিসগুলি তার জন্য মঙ্গলের কারণ হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে সে তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম

অধৈর্য হবে, কারণ সে বুঝতে পারে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তার জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তার কাছে স্পষ্ট না হয়।

উপরন্তু, যেমন তাপের মাধ্যমে সোনাকে বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার মুখোমুখি হয়ে মানসিক শক্তি অর্জন করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা বিবাহের সমস্যার মতো সাধারণ এমনকি ছোটখাটো সমস্যার মুখোমুখি হলে প্রায়শই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করেন যাতে তারা ভবিষ্যতের অসুবিধাগুলি সহজেই মোকাবেলা করতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সকল পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বস্তির সময়েও ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক। স্বস্তির সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন সুস্বাস্থ্য বা বেতন বৃদ্ধি, অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলা করার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি অধ্যয়ন করা, শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত প্রতিদান লাভ করতে পারে। একজন ব্যক্তির প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল থাকা উচিত, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে জেনে যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

ধৈর্য ধরার অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যিনি তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন, তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় কারণ নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর শোকে এত বেশি কেঁদেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তবুও তিনি কখনও মহান আল্লাহ কর্তৃক সমালোচিত হননি। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ৮৪:

"আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "হায়, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ!" এবং দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গেল, কারণ সে [এটা] দমনকারী ছিল।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে মহানবী (সাঃ) তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ)-এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন ধৈর্যের পরিপন্থী। এর বাইরে অন্য যেকোনো কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্নাকাটি এবং দুঃখ অনুভব করা।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্য ধরো..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কষ্টের শুরু থেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। সহিহ বুখারির ১৩০২ নম্বর হাদীসে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য দেখানো প্রকৃত ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সকলের সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে কষ্টের শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে তাদের কথাবার্তা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই মনোভাব বজায় রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কারণ ধৈর্যের পুরস্কার সহজেই হারাতে পারে।

অধিকন্তু, ধৈর্য ধরার অর্থ হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরা। অতএব, ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে পরতে এবং খুলতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য একজন ব্যক্তির দৃঢ় ঈমান অর্জন করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব

হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে পরিবর্তে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আনুগত্যগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো এবং দৃঢ়ভাবে অবস্থান করো..."

যখন কেউ তার চারপাশের লোকেদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তার জীবনের নিজস্ব পথ সম্পর্কে খারাপ লাগে এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠার জন্য তাদের সমালোচনা করে। দুঃখের বিষয় হল, এই সমালোচনা প্রায়শই প্রথমে তার নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে।

এছাড়াও, সমাজের অন্যান্য উপাদান, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সেই ব্যক্তির সমালোচনা করবে যে মহান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ ইসলামের প্রসার তাদেরকে সম্পদ অর্জন এবং প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত রাখে। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, যেমন অ্যালকোহল এবং বিনোদন শিল্প, সমাজের মধ্যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি প্রধান কারণ যে সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা এত ব্যাপক।

পরিশেষে, যখনই কেউ ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তখন অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে পশুর মতো জীবনযাপন করতে চায় তারা অনুভব করবে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদের পশুর মতো দেখাচ্ছে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে এবং মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে যাতে তারা তাদের মতো আচরণ করে পশুসুলভ জীবনযাপন করে যেখানে তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। এই লোকেরা ইসলামের নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করবে যাতে অন্যদের তা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়, যেমন নারীদের জন্য ইসলামিক পোশাক কোড। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ তাদের দুর্বল এবং খালি সমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে তাদের একমাত্র সমস্যা ইসলামের সাথে এবং এটি কীভাবে একজনকে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামে নারী পোশাক কোডের সমালোচনা করে কিন্তু অন্য কোনও পোশাক কোডের সমালোচনা করে না যা সমাজের প্রতিটি দিকের মূল উপাদান, যেমন পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, হাসপাতাল কর্মী, স্কুল এবং ব্যবসা। তাদের কেবল নারীদের ইসলামিক পোশাক কোড নিয়েই সমস্যা আছে এবং সমাজের মধ্যে অন্য কোনও পোশাক কোড নেই তা স্পষ্টভাবে তাদের দুর্বল এবং ভিত্তিহীন সমালোচনা দেখায়। বাস্তবে, ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদেরকে পশুর মতো দেখায় এবং ফলস্বরূপ তারা

যেভাবেই পারে ইসলামের সমালোচনা করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো..."

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে তিনি তাকে মনের শান্তি দেবেন যা তাকে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"... ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

অন্যদিকে, মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহকে অমান্য করলে কেবল মানসিক শান্তি নষ্ট হবে কারণ একজন ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল পথে পরিচালিত করবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া যেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করা যায় না, যেমন ডাক্তার হওয়া, তেমনি সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করা যায় না। অতএব, এমন নির্বোধ মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ, কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করার কারণেই, তাদেরকে মানসিক শান্তি প্রদান করবেন। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে

প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত সাফল্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে নিহিত কারণ এটি সমস্ত পার্থিব জিনিসকে মূল্য দেয়। এবং যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মানসিক শান্তি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে।

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুসম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ মানুষকে সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাকে তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সাহায্য করতে পারে না, সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / اردو کتب / کتب عربیة / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup Sites for eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>
<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>
<https://shaykhpod.weebly.com>
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: <https://shaykhpod.com/>

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs

অডিওবুকস : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

ছবি: <https://shaykhpod.com/pics>

সাধারণ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/general-podcasts>

পডওয়ান: <https://shaykhpod.com/podwoman>

পডকিড: <https://shaykhpod.com/podkid>

উর্দু পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts>

লাইভ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/live>

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : <https://archive.org/details/@shaykhpod>

